দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 10 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

# ডাকসু ও নির্বাচিত ছাত্র সংসদ প্রসঙ্গ-১

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম

ক্লাস, পরীক্ষা ইত্যাদির মতো ছাত্র সংসদও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের অত্যাবশ্যক উপাদান, তাই একাডেমিক ক্যালেন্ডারে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের তারিখও নির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন। সেই যুক্তিতে নির্ধারিত তারিখ মোতাবেক ছাত্র সংসদ নির্বাচন করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিল করে দেওয়া উচিত। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে এ ধরনের শক্ত ও স্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া প্রয়োজন নয় কি

'ডাকসু নির্বাচন দিতে হবে'– এই দাবিতে ছাত্র ইউনিয়নসহ বামপন্থি ছাত্র সংগঠনগুলো বহুদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে। এই দাবিতে সাধারণ ছাত্র সমাজের ব্যানারেও সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। ঘেরাও, অবস্থান, অনশন ইত্যাদি হয়েছে ও এখনো হচ্ছে। আমি নিজেও এ বিষয়ে অনেক লেখালেখি করেছি, কথাবার্তা বলেছি। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট কর্তৃক উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন করার পর প্রশ্ন উঠেছে, ডাকসু তথা শিক্ষার্থীদের ৫টি প্রতিনিধির আসন শূন্য রেখে একটি 'অপূর্ণাঙ্গ সিনেটে' উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন অনুষ্ঠান বৈধ কিনা। উচ্চ আদালতেও এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এ অবস্থায় ডাকসু নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। দেশবাসীর মাঝে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। কারণ ডাকসু থাকা না থাকার বিষয়টি একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি শুধু ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নয়। এটির সঙ্গে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, রাজনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি, ভবিষ্যৎ চেহারা ইত্যাদি অনেক কিছুই গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ, ইংরেজিতে Dhaka University Central Student Union। সংক্ষেপে DUCSU বা 'ডাকসু'। এটি হলো (বা হওয়ার কথা) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্রছাত্রীর নির্বাচিত সংস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হলে আবার আছে (বা থাকার কথা) পৃথক নির্বাচিত সংসদ। এসবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় বহু আগে থেকে। কেবল ডাকসু বা হল সংসদই নয়। অন্যান্য সব বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রি কলেজে– এক কথায় মাধ্যমিক স্তরের ওপরে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচিত সংসদের অস্তিত্বও বহু আগে থেকেই ছিল। কিন্তু গত আড়াই দশকের বেশি সময় ধরে এগুলো সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কি অবাক কাণ্ড!

কেবল ঘোরতর সামরিক আইনের ২-৪ বছর ছাড়া ডাকসুসহ এসব নির্বাচিত ছাত্র সংসদের কার্যক্রম কখনই বন্ধ থাকেনি। আইয়ুব-মোনায়েমি শাসন আমলেও তা বহাল থেকেছে। হয়তো কোনো কোনো সময় ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ– এসব ছাত্র সংগঠনের প্রকাশ্য কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য করা হয়েছে। ফলে 'অগ্রদূত', 'জাগরণী', 'অভিযাত্রী', 'পল্লী সমাজ' ইত্যাদি নানা নামের আড়ালে নির্বাচনে অংশ নিতে হয়েছে। কোথাও কোথাও প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন হয়েছে, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্বাচিত শ্রেণি প্রতিনিধি বা হল প্রতিনিধিদের দ্বারা কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়েছে। কখনই কিন্তু ছাত্র সংসদের কাজকর্ম একটানা থেমে থাকেনি।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাসের নানা পর্বে গোটা ছাত্র সমাজের আগাগোড়াই ছিল বিশেষ সচেতন রাজনৈতিক ভূমিকা। সে ক্ষেত্রে নির্বাচিত ছাত্র সংসদগুলোর সব সময় ছিল বলিষ্ঠ অবদান। সেই ভূমিকা ও অবদান রাখার ক্ষেত্রে ডাকসু সব সময় ছিল অগ্রণী। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নয়, ডাকসু আগাগোড়াই গোটা দেশের ছাত্র সমাজের নেতৃত্ব দিয়েছে। গত সিকি শতাব্দী ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় ডাকসুসহ নির্বাচিত ছাত্র সংসদ না থাকায় বর্তমানে সে ক্ষেত্রে বিরাজ করছে গভীর শূন্যতা। প্রশ্ন উঠতে পারে, তা নিয়ে এত আলোচনা বা বিচলিত হওয়ার কী থাকতে পারে? কেউ বা আবার প্রশ্ন তুলতে পারেন, এই শূন্যতার ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে কীই বা ক্ষতি বৃদ্ধি হয়েছে?

শিক্ষা অন্যান্য পণ্যের মতো স্রেফ লেনদেনের কোনো সামগ্রী কিংবা শিক্ষার্থীদের গলা দিয়ে 'ওষুধের বড়ির' মতো 'শিক্ষার বড়ি' গিলে খাওয়ানোর মতো কোনো বিষয় নয়। শিক্ষা শুধু মুখস্থবিদ্যা ও পরীক্ষা পাসের ব্যাপার নয়। এমনকি শিক্ষা শুধু প্রশ্নের উত্তর দিতে জানার বিষয় নয়। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, সঠিকভাবে উত্তর দিতে জানার চেয়ে কী করে সঠিকভাবে প্রশ্ন করতে হয়– সে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া। এর ফলেই সম্ভব হয় জ্ঞানভাণ্ডারের ক্রমাগত বিকাশ। অন্যথায় হাজার হাজার বছর ধরে মানুষকে জ্ঞানের একই ভাণ্ডারের মাঝে আটকে থাকতে হতো। ঠিকমতো প্রশ্ন করতে না শিখলে জ্ঞানের নতুনত্ব দিগন্ত উন্মোচিত হওয়া কখনো সম্ভব হতে পারে না। শিক্ষাকে কখনই তাই গরু চরানোর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মিলিটারি প্রশিক্ষণক্ষেত্র বা জেলখানা বলে গণ্য করা যেতে পারে না।

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, বংশপরম্পরায় জ্ঞান অর্জন এবং তার পরিপুষ্টি ও বিকাশ সাধন করা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্দেশ্যও অনুরূপ। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাজ হলো ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন এবং 'মানব' পরিচয় ও গুণাবলিসমৃদ্ধরূপে গড়ে উঠতে সহায়তা করা। দেশপ্রেম, উদার প্রগতিবাদী দৃষ্টি, বিজ্ঞানমনস্কতা, ঔৎসুক্য ও জ্ঞানপিপাসা, সমাজমনস্কতা, যৌথতার বোধ ইত্যাদি বাদ দিয়ে শুধু 'দুই আর দুইয়ে চার হয়' শিখিয়ে দিতে পারলেই প্রকৃত শিক্ষা হয় না। এমনকি ছাত্রছাত্রীর জন্যই শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, শরীরচর্চা প্রভৃতি বিষয়ও শিক্ষার আবশ্যিক অঙ্গ হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত ছাত্র সংসদের কার্যক্রমের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা এই পরিপ্রেক্ষিতেও বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষাকে যে রাখালের গরু চরানোর মতো হিসেবে কিংবা মিলিটারির প্রশিক্ষণক্ষেত্র বা জেলখানায় অর্জনযোগ্য কোনো বিষয় বলে গণ্য করা যায় না, তা বুঝিয়ে বলার দরকার নেই।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব যদি হয়ে থাকে শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমিক ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে এবং সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা, তা হলে ক্লাসের পাঠ্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে তা বাস্তবায়ন করা মোটেও সম্ভব নয়। ক্লাসের বইপত্র-লেকচারের বাইরেও শিক্ষার্থীদের জন্য নানামুখী সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, অধিকারবোধের জাগরণ, জনসম্পৃক্ত কর্মকাণ্ড, স্বদেশ ও বিশ্বের নানা ঘটনার সঙ্গে পরিচয় ও সম্পৃক্তি, মুক্তচিন্তার বিকাশ, যুক্তিবাদী মানসিকতা আত্মস্থ করা, সৃজনশীলতার বিকাশ ইত্যাদি একান্ত আবশ্যক। নির্বাচিত ছাত্র সংসদ হতে পারে এসব কাজের একটি প্রধান বাহন। তাই এ কথা বলা যায়, পাঠ্যবই, ক্লাস, লেকচার, পরীক্ষা ইত্যাদি যেমন কিনা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবশ্যিক অঙ্গ, ঠিক সমান গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটি হলো ছাত্র সংসদের মাধ্যমে পরিচালিত এ ধরনের বহুমাত্রিক কাজকর্ম। এই বিবেচনায় যুক্তিসঙ্গতভাবে এ কথাও বলা যায়, নিয়মিতভাবে ক্লাস, পরীক্ষা ইত্যাদি না দিতে পারলে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে যেমন বন্ধ করে দেওয়া হয়, ঠিক তেমনি বছর বছর ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে নির্বাচিত ছাত্র সংসদের মাধ্যমে এসব কাজ সংগঠিত করতে না পারলেও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দেওয়া উচিত। অথচ গত আড়াই দশক ধরে আমাদের দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্বাচিত ছাত্র সংসদের কাজকর্ম ছাড়াই চলতে দেওয়া হচ্ছে।

ছাত্র সংসদগুলোর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো শিক্ষার্থীদের 'ট্রেড ইউনিয়ন' হিসেবে দায়িত্ব পালন করা। ক্লাসরুমের ভাঙা চেয়ার-বেঞ্চ-টেবিল, সাদা হয়ে যাওয়া ব্ল্যাকবোর্ড, লাইব্রেরিতে বইয়ের স্বল্পতা, সেশনজট, টয়লেটের সমস্যা ইত্যাদি থেকে শুরু করে ছাত্র বেতনের হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বাস সার্ভিস ব্যবস্থাপনা, শিক্ষানীতি, শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ, মুক্তিবুদ্ধিচর্চার অবারিত সুযোগ, সমাজের সামগ্রিক গণতন্ত্রায়ন ইত্যাদি নানা বিষয় ছাত্র সংসদের কর্মকাণ্ডের এখতিয়ারভুক্ত। ছাত্রজীবন ও শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে এসব প্রতিটি বিষয় প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত। এসব বিষয় ছাড়াও আছে পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত নানা বিষয়। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থাও শিক্ষাব্যবস্থাকে ও ছাত্রজীবনকে সরাসরি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানচর্চার পরিবেশকে এবং ছাত্রজীবন অব্যাহত রাখার আর্থিক সামর্থ্যকেও বহুলাংশে প্রভাবিত করে। তা ছাড়া সব শিক্ষার্থীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য। দেশ-জাতি-জনতার সেবক হিসেবে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলাটা সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই অন্যতম কাজ। নির্বাচিত ছাত্র সংসদ না থাকলে এ দায়িত্ব সংগঠিতভাবে পালিত হবে কী করে?

এই সূত্রেই শিক্ষার্থীদের ছাত্র সত্তার উৎস থেকেই স্বাভাবিকভাবে চলে আসছে 'ছাত্র রাজনীতির' প্রসঙ্গ। কিন্তু তা আসে দলীয় বিবেচনা থেকে নয়। তা আসে ছাত্র সমাজের সাধারণ স্বার্থের বিবেচনা থেকে। এসব রাজনৈতিক বিষয়ে কথা বলা, সক্রিয় থাকা, সংগ্রাম করা গোটা ছাত্র সমাজের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত হিসেবে সামনে চলে আসে। এসব দায়িত্ব সংগঠিতভাবে পালনে নেতৃত্ব দেওয়ার বিষয়টিও ছাত্র সংসদগুলোর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

ডাকসু না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে যে ৫ জন ছাত্র প্রতিনিধি থাকার কথা, তাদের সেই আসনগুলো শূন্য রয়েছে আড়াই দশক ধরে। বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে চলবে না চলবে– সে বিষয়ে ছাত্রদের মতামতের পথ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ও 'বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিনেন্স' বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অপূর্ণতা থেকে যাচ্ছে ও বিকৃতি ঘটছে। উচ্চ আদালত থেকেও এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ছাত্র প্রতিনিধিবিহীন বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের কার্যক্রমের বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ না থাকায় একই ধরনের পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

নির্বাচিত ছাত্র সংসদ না থাকার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় ছাত্র নামধারী এক ধরনের সন্ত্রাসী ক্যাডারদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যদি নিয়মিতভাবে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হতো, তা হলে সব সময়ই সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের একটি আনুষ্ঠানিক মুখপত্র ও নেতৃত্বের অস্তিত্ব থাকত। এই বৈধ মুখপত্র ও নেতৃত্বকে সাধারণ শিক্ষার্থীর প্রতি ন্যূনতম হলেও এক ধরনের দায়বদ্ধতা বজায় রেখে চলতে হতো। কিন্তু ছাত্র সংসদ না থাকায় এ ক্ষেত্রে সৃষ্টি হওয়া শূন্যতার সুযোগ নিয়ে মুষ্টিমেয় 'ক্যাডার' নামধারীরা তাদের 'দখল' প্রতিষ্ঠা করে নিতে সক্ষম হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের সমর্থন নয়, বরং পেশিশক্তি ও অর্থশক্তির আধিপত্যের জোরেই তারা তাদের এই 'দখলদারিত্ব' প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হচ্ছে। টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, ভর্তিবাণিজ্য, সিটবাণিজ্যসহ নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে তারা তাদের নিজ নিজ 'দখলকৃত সাম্রাজ্য' রক্ষার ব্যবস্থা করে নিচ্ছে। নির্বাচিত ছাত্র সংসদ থাকলে তারা তাদের 'রাজত্ব করার' এই সুখ থেকে বঞ্চিত হবে, সেই আশঙ্কায় ছাত্র নামধারী এই 'খুদে মাফিয়া বাহিনীগুলো' ছাত্র সংসদ নির্বাচনের বিরোধিতা করে চলেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক ক্যালেন্ডার আছে। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও তা আছে। কবে ক্লাস শুরু করতে হবে, কবে পরীক্ষা নিতে হবে ইত্যাদি তারিখ তাতে নির্ধারণ করা থাকে। সেই অনুসারে ক্লাস শুরু, পরীক্ষা অনুষ্ঠান ইত্যাদি কাজ না করতে পারলে প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিল করা হয়, পরিচালক বদল করা হয়। ক্লাস, পরীক্ষা ইত্যাদির মতো ছাত্র সংসদও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের অত্যাবশ্যক উপাদান, তাই একাডেমিক ক্যালেন্ডারে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের তারিখও নির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন। সেই যুক্তিতে নির্ধারিত তারিখ মোতাবেক ছাত্র সংসদ নির্বাচন করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিল করে দেওয়া উচিত। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে এ ধরনের শক্ত ও স্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া প্রয়োজন নয় কি?

ডাকসু নির্বাচন হওয়া যে একান্ত আবশ্যক সামনাসামনি সে কথা নাকচ করার সাহস কেউ রাখে না। তথাপি ডাকসু নির্বাচন হয় না! এই না হওয়ার পেছনে কারণগুলো কী? তা নিয়ে আগামী সপ্তাহে লেখার ইচ্ছা রইল।

❑ মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম : সভাপতি,
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি
selimcpb@yahoc.com